করে, তা ক্রয়ের বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিৎ। কৌনিক গোল পোষ্ট, ক্ষুরধার বেঞ্চ বা টেবিল বা স্টিক, কোণ প্রভৃতি সরঞ্জাম ব্যবহার না করাই উচিৎ।

৫) সরঞ্জামের মানের সাথে কোনরকম সমঝোতা করা উচিৎ নয়।

৬) বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সংস্থা থেকে সরঞ্জাম ক্রয় করা উচিৎ, যাতে সংস্থাটিকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এবং সরঞ্জামগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় ও তাদের সরবরাহ দ্রুত হয়।

৭) ক্রয়ের সময় সরঞ্জামের দামের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এটা মনে করা ভুল যে, দামি সরঞ্জামই সবসময় টেকসই ও সর্বোৎকৃষ্ট মান সম্পন্ন হয়। কম বা মাঝারি দাম সম্পন্ন সরঞ্জাম যেমন, ব্যাট, বল, নেট, র‍্যাকেট প্রভৃতি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে খুবই কার্যকরী হয়।

৪.৭ সরঞ্জামের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

সরঞ্জাম ও সরবরাহকৃত বস্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় যখন সেগুলি সঠিক ভাবে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এগুলির নিয়মিত যত্নের মধ্যে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গননা, ধুলো-ময়লা পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, সরাই, তেল দেওয়া, গ্রিস করা, আচ্ছাদিত স্থানে রাখা, রঙ করা প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কৃত্রিম বস্তু বা চামড়ার তৈরী বল ব্যবহারের পর তা পরিষ্কার করে মোছা ও আদ্রতার থেকে বাঁচিয়ে রাখা উচিৎ। বাস্কেটবল বা ভলিবল প্রভৃতি ব্যবহারের পর তাদের হাওয়া নির্গত করে নির্দিষ্ট মাত্রায় ফুলিয়ে রাখা উচিৎ। রাবারের তৈরী বলকে তাপ, সূর্যালোক, তেল বা গ্রিস থেকে দূরে রাখা উচিৎ। যে সব বল রোজ বা পর পর দু'দিন ব্যবহার করা হয় না, তাদের আংশিক ফুলিয়ে রাখতে হবে। একইরকম ভাবে কাঠের সরঞ্জাম গুলিকে আদ্রতা, কীট, উচ্চ-তাপমাত্রা থেকে দূরে রাখা উচিৎ। ক্রীড়া সরঞ্জাম গুলির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে তাদের রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়েও আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তিগত কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে সরঞ্জাম প্রস্তুতি ও তার রক্ষনাবেক্ষণ অনেক সুবিধাজনক হয়েছে।

প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সরঞ্জাম গুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে তাদের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায়। মাঠের কর্মীদের কাছে একটি ছোট মেরামত কার্য-পরিচালনাকারী সরঞ্জাম (একটি হাতুড়ি, স্ক্রু-ডাইভার, কাটার, ছুঁচ প্রভৃতি) থাকা আবশ্যক। এই সরঞ্জাম গুলি ব্যবহার করে তারা তাৎক্ষনির কিছু মেরামত কার্য যেমন, সেলাই, ফাটল মেরামত, র‍্যাকেট-স্ট্রিং পরিবর্তন প্রভৃতি করতে পারে। এর ফল স্বরূপ সরঞ্জামগুলি অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রীড়াবিদদের আঘাত কম হয়। ওই সকল কর্মীদের সরঞ্জাম মেরামত -এর বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যক। বড়সর মেরামতের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পোস্ট-পত্তন, বোর্ড, ম্যাট প্রভৃতি সবই সারা বৎসর ব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কার্য চালিয়ে যাওয়া উচিৎ, কারণ উক্ত সরঞ্জামগুলির বড়সর ক্ষতি হয়ে গেলে তা খরচ সাপেক্ষ হয়। ব্যাটে হ্যাণ্ডেল লাগানো, টেনিস বা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটে স্ট্রিং লাগানো প্রভৃতি কৌশলী ও নৈপুন্য যুক্ত কার্যের জন্য উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা প্রয়োজন। সর্বোপরি খেলোড়ারদের সরঞ্জামের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৪.৭.১ সরঞ্জাম সংরক্ষণ ঃ

ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যবহৃত বেশীর ভাগ সরঞ্জাম খুবই দামী হয়। আবার সরঞ্জামের দাম দৈনন্দিন বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় স্তরে এগুলির ক্রয় সহজসাধ্য হয় না, যার ফল স্বরূপ কিছু কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করা গেলেও তার মান খুব উন্নত হয় না। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে সরঞ্জাম গুলি সংরক্ষণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যবহার শিখতে হলে নীচের নিয়মগুলি মানতে হবে।

১) সরঞ্জাম গুলি যে উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলি যেন সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়।

২) সরঞ্জাম গুলি বহির্গত বা ব্যবহারের জন্য দেওয়া হলে তার নথিরক্ষা করা প্রয়োজন এবং ফেরত নেবার সময় তার অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

Scanned by CamScanner